335146 - গায়বেরে প্রকারভদে

প্রশ্ন

আমার বন্ধু আমাকে গায়বেরে জ্ঞান সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করছে। তার প্রশ্নটি নিম্নিরূপ: আমরা নশ্চিতিভাবে জানি যে, যা কছিু হয়ছে এবং যা কছিু হবে সব আল্লাহ জাননে। আর যা কছিু হয়নি তা যদি হত তাহলে কমেন হত সটেিও আল্লাহ জাননে। সৃষ্টি শুরুর পূর্ব থকেইে তার জ্ঞান সংরক্ষতি কতিাবে রয়ছে। তাই আমি যদি ফোনরে এলার্ম একটি নর্দিষ্টি সময়ে সটে করি তারপর আমার চারপাশে সবাইকে বলি যে আমার ফোন আমার দ্বারা পূর্ব নর্ধিারতি সময়ে বাজবে, তাহলে কি আমি গায়বে জানি!? নঃিসন্দহেে না। অবশ্যই আমি গায়বে জানি না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: আমরা কীভাবে বলি আল্লাহ গায়বে জাননে; অথচ তনিি এই জগতে সব কছিু সৃষ্টি করার আগে প্রতটিি নড়াচড়া লপিবিদ্ধ করে রখেছেনে? এটি তো পুরোপুরি এলার্মরে উদাহরণরে সাথে মলিে যায়।

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

গায়বে দুই প্রকার:
পরম গায়বে। এটি আল্লাহ ছাড়া আর কউে জানে না। যমেন: কয়িামতরে সময়, বৃষ্টি নামার সময় প্রভৃতি। আরকেটি হচ্ছে আপক্ষেকি গায়বে। এটি কছিু সৃষ্টজীব জানে না; আর কছিু সৃষ্টজীব জানে। এটি ঐ ব্যক্তরি জন্য গায়বে যে এটি জানে না। আর যে জানে তার জন্য গায়বে নয়।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

গায়বেরে প্রকারভদে

গায়বে দুই প্রকার:

১. পরম গায়বে। এই প্রকার গায়বে আল্লাহ ছাড়া আর কউে জানে না। যমেন: কয়িামতরে সময়, বৃষ্টি বর্ষণরে সময় প্রভৃতি।

২. আপক্ষেকি গায়বে। এটি হচ্ছে এমন গায়বে যা কছিু সৃষ্টজীব জানে না; আর কছিু সৃষ্টজীব জানে। এটি ঐ সমস্ত ব্যক্তরি জন্য গায়বে যারা এটি জানে না। আর যারা এটি জানে তাদরে জন্য গায়বে নয়।

গায়বে কী?

ইসলামে গায়বে হচ্ছে মানুষের ইন্দ্রিয় থেকে অদৃশ্য সকল কিছু। সেটি উহ্য গোপন থেকে যাক যা জানতে মানুষ অক্ষম, যা কেবল সূক্ষ্মদর্শী সম্যক অবহিত আল্লাহ ছাড়া কেউ জানতে পারবে না। কিংবা সেটি এমন কিছু হোক যা মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নিশ্চিত সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে।

কিছু গায়বে মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ বা অনুরূপ মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করে জানতে পারে। এ কথা এমন বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলোর ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করতে সহায়ক মাধ্যম ব্যবহারের দ্বারা পৌঁছানো সম্ভব। যেমন: দূরবীন বা এ ধরনের যন্ত্রপাতি। এগুলো আপেক্ষিক গায়বের অন্তর্ভুক্ত যেমনটি আমরা অচিরেই তুলে ধরব।

গায়বের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব

যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে পৃথক করে তার মাঝে গায়বের প্রতি ঈমান অন্যতম। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলো অনুধাবনে মানুষ ও প্রাণী উভয়ে সমান। কিন্তু গায়বের উপর ঈমান আনার যোগ্যতা কেবল মানুষেরই আছে; প্রাণীর নেই। তাই সকল আসমানী ধর্মের প্রতি ঈমানের অন্যতম বুনিয়াদ হচ্ছে গায়বের প্রতি ঈমান আনা। এ কারণে শরীয়তসমূহ এমন অনেক গায়বী বিষয় নিয়ে এসেছে যেগুলো মানুষ কেবল কুরআন-সুন্নাহতে প্রমাণিত ওহীর মাধ্যমেই জানতে পারে। যেমন: আল্লাহ তায়ালা, তাঁর গুণাবলি ও কর্মসমূহ, সাত আসমান, ফেরেশতা, নবীগণ, জান্নাত ও জাহান্নাম, শয়তান ও জীনসহ অন্যান্য সকল গায়বী ঈমানের প্রকৃত জ্ঞানসমূহ যা কেবল আল্লাহ ও তার রাসূল থেকে প্রাপ্ত সত্য সংবাদের মাধ্যমে জানা সম্ভব।

গায়বের বিভাজন:

১. পরম গায়বে (الغيب المطلق): যে গায়বে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমসমূহ বা ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যবহার করে মানুষের পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়। এটি দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার: যা আল্লাহ তাআলা বার্তাবাহক রাসূলদের মাধ্যমে মানুষদেরকে জানিয়েছেন বা যার কিছু অংশ তাদেরকে জানিয়েছেন।

এর উদাহরণ হচ্ছে: শয়তান ও জীন এবং তাদের নানান খবরাখবর। যেমন: আল্লাহ বলেন:

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

“বলুন: আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, একদল জীন কান পেতে (কুরআন) শুনেছে। তারপর তারা বলেছে: আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা (সকলকে) সৎপথ প্রদর্শন করে; তাই আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আমাদের প্রভুর সাথে কাউকে কখনও শরীক করব না।”[সূরা জীন: ১,২]

দ্বিতীয় প্রকার: যার জ্ঞান আল্লাহ এককভাবে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। কোনো সৃষ্টিকে তা জানাননি; না কোনো প্রেরিত নবীকে, আর না কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাকে। আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে এটাই উদ্দেশ্য:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

“যাবতীয় গায়বী বিষয়ের চাবি তাঁরই কাছে। কেবল তিনিই সেসব জানেন।”[সূরা আন’আম: ৫৯]

এর উদাহরণ হচ্ছে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় জানা, মৃত্যুর সময়-স্থান-কারণ জানা এবং আল্লাহ নিজে নিজের নামকরণ করেছেন এমন কিছু নাম জানা (যা মানুষের অজানা)। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

“কেয়ামতের জ্ঞান আল্লাহর কাছেই আছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাতৃগর্ভে যা (সন্তান) আছে তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন ভূখণ্ডে সে মারা যাবে।”[সূরা লুকমান: ৩৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দোয়ায় বলেন:

اللهُمَّ إني أسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أحداً مِنْ خَلْقِكَ أو اسْتأثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ

‘আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি আপনার প্রতিটি নামের উসীলায়; যে নাম আপনি নিজের জন্য রেখেছেন অথবা আপনার সৃষ্টজীবের কাউকে শিখিয়েছেন অথবা নিজ গায়বী জ্ঞানে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন।’

সীমাবদ্ধ আপেক্ষিক গায়ব: এটি হচ্ছে এমন গায়ব যা কিছু মানুষের কাছে অজানা ছিল। যেমন: ঐতিহাসিক ঘটনাবলি; যারা এ ঘটনাগুলো জানেন তাদের কাছে এগুলো গায়ব। তাই আল্লাহ তা’আলা ইমরানের পরিবারের ঘটনা উল্লেখ করার পর নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

“এ হচ্ছে গায়বী সংবাদ যা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করছি। তাদের মধ্যে কে মরিয়মের দায়িত্ব নিবে তা ঠিক করার জন্য তারা যখন তাদের (লটারির) কলম নিক্ষেপ করছিল তখন তুমি তাদের মধ্যে ছিলে না। তারা যখন (বিষয়টি নিয়ে)

ঝগড়া করছলি তখনও তুমি তাদরে কাছে ছলিে না।”[সূরা আলে-ইমরান: ৪৪]

সীমাবদ্ধ অ-আপক্ষেকি গায়বে: এটি হচ্ছে এমন সব বষিয় যা ইন্দ্রয়ি থকেে অনুপস্থতি; সটো সময়রে ব্যবধানরে কারণে (ভবষি্যত) বা স্থানরে ব্যবধানরে কারণে বা অন্য যে কারণে হোক না কনে; যতক্ষণ না সইে ব্যবধান দূর হয়ে যায়। যমেনটি আল্লাহ তা’আলা বলনে:

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

“যখন আমি সুলাইমানরে মৃত্যু ঘটালাম, তখন উইপোকাই জনিদরেকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহতি করল; যে পোকা সোলায়মানরে লাঠি খয়েে যাচ্ছলি। যখন তনিি মাটতিে পড়ে গলেনে তখন জনিদরে কাছে স্পষ্ট হয়ে গলে যে, গায়বেরে জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাকর শাস্তরি মধ্যে অবস্থান করত না।”[সূরা সাবা: ১৪] এটি সুলাইমান আলাইহসি সালামরে মৃত্যুর প্রসঙ্গে।

গায়বেী বষিয়াবলরি কছিু উদাহরণ

রুহ: আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

“তারা আপনাকে রূহ (আত্মা) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন: ‘রূহ হলো আমার প্রভুর আদশেজাত। (এ সম্পর্কে) তোমাদরেকে সামান্যই জ্ঞান দওেয়া হয়ছে।”[সূরা ইসরা: ৮৫]

কয়িামতরে ছোট-বড় আলামতসমূহ: যে আলামত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে জবিরীলে জানয়িছেনে: “আর তুমি দখেতে পাবে (এককালরে) নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, দরদ্রি, বকরীর রাখালদরে বড় দালান-কোঠা নর্মিাণরে প্রতযিোগতিায় গর্ব অহংকারে মত্ত।”

এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত গায়বেী সংবাদ, যা বাস্তবে ঘটছে। বড় আলামতরে মাঝে আরো রয়ছে: মাসীহ দাজ্জালরে হাদীস। মাসীহ শষে যমানায় বরে হবে। শষে যমানায় একটি জন্তুর আত্মপ্রকাশ ঘটাবে।[ওয়াক্বফ এবং ইসলামী বষিয়াবলরি মন্ত্রণালয় রচতি ‘আল-আকীদাহ’ গ্রন্থ থকেে সমাপ্ত, শামলো সংস্করণ]

সুতরাং আপনার বন্ধু যা করছে সটেি আপক্ষেকি গায়বেরে অন্তর্ভুক্ত। এটি পরম গায়বেরে অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এমন ইন্দ্রয়িগ্রাহ্য ও অনুভবযোগ্য কারণসম্বলতি বষিয় বা অনুরূপ বষিয়াবলি জানার ক্ষত্রেে কোন আপত্তি নইে।

তবে, বিবেকবান ব্যক্তির কাছে এটি অজানা নয় যে এমন অগণিত বিষয় রয়েছে যেগুলোতে বক্তার বক্তব্য ও জ্ঞানীর জ্ঞান সঠিক হয়নি। এমন কত ঘটনা ঘটে যে, কেউ একজন সিদ্ধান্ত দিল: ট্রেনটি বা প্লেনটি নির্ধারিত সময়ে পৌঁছবে; কিন্তু সেটি নির্ধারিত সময়ে পৌঁছায়নি। কিংবা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে জেনে গর্ভস্থিত ভ্রূণের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দিল পরে যা বাস্তবে যা ঘটেনি।

হতে পারে ঘড়িটির এলার্ম বাজার আগে আপনি নিজেই ঘড়িটিকে বন্ধ করে দিবেন; ফলে সেটি আর বাজবে না। হতে পারে ব্যাটারি শেষ হয়ে যাওয়ায় সেটি বাজবে না। ...

তাই এ ধরনের বিষয় নিয়ে আপত্তি করার দুর্বল দিক স্পষ্ট। এর উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। বস্তুতঃ অলস মনকে শয়তান এমন বিষয়ে ব্যস্ত করে তোলে যার কোনো প্রকৃত সত্যতা ও গুরুত্ব নেই। আছে কেবল কুত্বরিতা ও আদম সন্তানকে শয়তান কর্তৃক ব্যস্ত রাখা।

কাযা (নিয়তি) ও তাকদীর (ভাগ্য) এর প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাকদীর লিখনে অবস্থান:

প্রশ্নে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে তাকদীর লিখনের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা বরং এই উদাহরণ দিয়ে করা প্রশ্ন দেখে বিস্মিত হচ্ছি।

যদি আল্লাহ তার কিতাবে ওহী পাঠিয়ে বলতেন যে এলার্ম বাজবে না, তারপর এলার্ম বাজত, তাহলে এই প্রশ্ন তোলা প্রযোজ্য হত। কারণ তখন বাস্তবতা আল্লাহ প্রদত্ত সংবাদের বিপরীত ঘটছে।

পক্ষান্তরে, বান্দা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোনো কিছু জানা যেটা এখনো ঘটেনি, সেটা তাঁর মাধ্যমে জানা এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সে সব কিছু লাওহে মাহফুযে লিপিবিদ্ধ করে রাখার মধ্যে জটিলতা কোথায়?!

যাইহোক, লিপিবিদ্ধকরণ: তাকদীর (ভাগ্য) ও কাযার (নিয়তির) উপর ঈমান আনার অন্যতম একটি স্তর। আর তা হলো: এই ঈমান আনা যে আসমান-যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে লওহে মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) আল্লাহ সব কিছু লিখে রেখেছেন।

তাকদীরের প্রতি সঠিক ঈমানের অনিবার্য ফলাফল:

তাকদীরের উপর সঠিক ঈমান আনার অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে আপনি এ ঈমান রাখবেন যে:

- বান্দার ইচ্ছা ও এখতয়িার রয়ছেে, যার মাধ্যমে তার কার্যাবলি বাস্তবায়তি হয়। আল্লাহ তাআলা বলনে: لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ "তার জন্য, তোমাদরে মধ্যে যার সরল পথে চলার ইচ্ছা রয়ছেে।"[সূরা তাকওয়ীর: ২৮] তনিি আরও বলনে: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلا وُسْعَها "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যরে বাইরে কোনো দায়ত্বি চাপয়িে দনে না।"[সূরা বাকারা: ২৮৬]
- বান্দার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার বাইরে নয়। তনিইি বান্দাকে এটি প্রদান করছেনে এবং বান্দাকে ভালমন্দ বচিার করা ও বছে নওেয়ার ক্ষমতা প্রদান করছেনে। আল্লাহ তা'আলা বলনে: وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ "আর তোমেরা ইচ্ছে করতে পার না যদি না সৃষ্টকিুলরে প্রভু আল্লাহ ইচ্ছে করনে।"[সূরা তাকওয়ীর: ২৯]

সুতরাং আপনি আপনার এলার্ম নর্িধারণ করছেনে এবং জাননে যে এটি বাজবে, তারপর এটি যদি বাজে তাহলে এটি আল্লাহর নর্িধারণ এবং সৃষ্টি। আপনি এটি ঘটার ব্যাপারে আশাবাদী ছলিনে। কন্িতু এমন কোনো প্রতবিন্ধকতা এসে যতেে পারে যার কারণে এলার্ম নাও বাজতে পারে। এ সব কছিুই আল্লাহর লখিতি বষিয় ও তাঁর নর্িধারতি ভাগ্য।

ভাগ্য লখিনরে প্রকারভদে

জনেে রাখুন, ভাগ্য লখিন দুই প্রকার:

- এমন লখিন যা পরবির্তন ও প্রতস্থিাপন হয় না। এটি হচ্ছে যা লওহে মাহফুযে আছে।
- এমন লখিন যা পরবির্ততি হয় ও প্রতস্থিাপতি হয়। এটি হচ্ছে যা ফরেশেতাদরে হাতে রয়ছেে। তাদরে কাছে সর্বশষে যে বষিয়টি স্থতি হয় সটেি হচ্ছে লওহে মাহফুযে যা লখো রয়ছেে। আর এটাই আল্লাহর নম্নিোক্ত বাণীর একাধকি অর্থরে একটি অর্থ: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ "আল্লাহ যা ইচ্ছা নশ্চিহ্নি করনে এবং (যা ইচ্ছা) ঠকি রাখনে। আর তাঁরই কাছে রয়ছেে মূল গ্রন্থ (লাওহে মাহফূয)।"[সূরা রাদ: ৩৯]

এর আলোকে আমরা সহীহ সুন্নাহতে বর্ণতি সে সমস্ত বর্ণনা বুঝতে পারি যেগুলোতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার কারণে আয়ু বৃদ্ধি পাওয়া বা রযিকি প্রশস্ত হওয়ার কথা উদ্ধৃত হয়ছেে। অথবা যে হাদীসে বলা হয়ছেে যে দোয়ার মাধ্যমে ভাগ্য পরবির্তন হয়। বষিয়টি হলো: আল্লাহ তা'আলা জাননে য, তার বান্দা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং বান্দা তার কাছে দোয়া করবে, তাই লওহে মাহফুযে (সংরক্ষতি ফলকে) তনিি বান্দার জন্য রযিকিে প্রশস্ততা ও আয়ুতে বৃদ্ধি লখিে রখেছেনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।